09 JUN 2017
তারিখ ... 11 JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ ...

দৈনিক
আমাদের সময়

■ উপবৃত্তিতে দুর্নীতি

কঠোর ব্যবস্থা নিন

দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি! এ কারণে সরকারের অনেক ভালো উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত আর সফলতার মুখ দেখে না। গতকাল আমাদের সময়ের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করতে সরকার যে উপবৃত্তি দিচ্ছে সেখানেও চলছে নয়ছয়। সচ্ছলদের অসচ্ছল বানিয়ে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। সম্প্রতি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন উইংয়ের (এমইডব্লিউ) অর্ধবার্ষিক পরিবীক্ষণে তিন লাখ ভুয়া উপবৃত্তির তথ্য উঠে এসেছে। অনেক প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট ফরমে স্বাক্ষর করিয়ে শিক্ষার্থীকে দিচ্ছে কম টাকা। উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর আর সেখানেই যদি শেখানো হয় দুর্নীতি তা হলে জাতি তাদের কাছ থেকে কী আশা করতে পারে? আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মই বা কী শিখছে?

> দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, উচ্চপর্যায় থেকে দুর্নীতি-অনিয়ম রোধে কার্যকর ব্যবস্থা অনেক সময়ই নেওয়া হয় না। আমাদের প্রত্যাশা, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার

সরকার চার প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৪১ লাখ ৯ হাজার শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে ৩৪ লাখ ৮৮ হাজার জনকে। সেকায়েপের আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার জন্য দেওয়া হচ্ছে পিএমটি উপবৃত্তি। যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ১৮ লাখ ৫৩ হাজার, এর মধ্যে ১৫ লাখ ৮৩ হাজার শিক্ষার্থীকে তা বিতরণ করা হয়েছে। তবে এর তিন লাখ উপবৃত্তিই অনাকাঙ্ক্ষিত। অস্বীকার করার উপায় নেই, দুর্নীতি আমাদের বড় সমস্যা। এ কারণে সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলো ফলপ্রসূ হচ্ছে না। এ ব্যাধি দূরীকরণে সবার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানোর উদ্যোগ নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সুশাসন ও জবাবদিহিতার বিকল্প নেই। মাউশির প্রতিবেদন সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী অবশ্য বলেছেন, চিহ্নিত দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, উচ্চপর্যায় থেকে দুর্নীতি-অনিয়ম রোধে কার্যকর ব্যবস্থা অনেক সময়ই নেওয়া হয় না। আমাদের প্রত্যাশা, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার।